গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টম হাউস, বেনাপোল
যশোর।
www.bch.gov.bd

সিডিউল-০২

দরপত্র নং- ২/২০১৯-২০২০

বিষয় ঃ কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর দাপ্তরিক প্রয়োজনে কমপ্লিট কনফারেন্স রুম স্থাপনসহ অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের চেম্বার ডেকোরেশন দরপত্র তফসিল।

'ক অংশ'

(অফিস পূরণ করবে)

১। ক্রেতার নাম ঃ .....

২। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ .....

.....

(দরপত্র দাতা পূরণ করবে)
মালামালের বিবরণ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	ব্রান্ড ও মডেল	সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)	(৭)
	কমপ্লিট কনফারেন্স রুম (৬০ ফিট x ২১ ফিট)				
১.	সাউন্ড সিস্টেম মাইক্রোফোন (প্রতি ০২ জনের একটি)				
২.	ভিডিও কনফারেন্স প্রোজেক্টর সেট				
৩.	এয়ার কন্ডিশন				
৪.	ওয়াল ডেকোরেশনসহ আসবাবপত্র				
	অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের চেম্বার				
৫.	ওয়াল ও সিলিং ডেকোরেশনসহ আসবাবপত্র				
				সর্বমোট টাকা=	

[সর্বমোট টাকা (কথায়) ঃ ... ...]

শতাবলী ঃ

১। সীলমোহরকৃত খামে (খামের উপরে সিডিউল-২ উল্লেখ করতে হবে) দরপত্র সমূহ আগামী ০২/০৬/২০২০ খ্রি. সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে এ দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে ফেলা যাবে এবং ঐ দিনই বেলা ১২.৩০ ঘটিকার সময় দরপত্র দাতাগণের উপস্থিতিতে (যদি কেউ থাকে) দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

২। করোনা পরিস্থিতির কারনে অনলাইন হতে সিডিউল ডাউনলোড করা যাবে এবং প্রতিটি শিডিউলের মূল্য হবে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা মাত্র (অফেরতযোগ্য) যা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে যে কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা প্রদানপূর্বক চালানের মূল কপি সিডিউল এর সাথে জমা দিতে হবে।

৩। কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর জি.এল শাখা হতে ১৪/০৫/২০২০ হতে ০২/০৬/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত টেন্ডার শিডিউল ক্রয় করা যাবে।

৪। শিডিউলের কোটেশন মূল্যের ১০% টাকা জামানত হিসাবে কমিশনার, কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৫। অবশ্যই ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

৬। দরপত্রের সাথে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ ও টিআইএন সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

৭। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ এ বর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

৮। অব্যশই গুনগত মান/অন্যান্য সকল কিছু বিবেচনা সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। সবনিম্ন দর প্রদান আসবাবপত্র সরবরাহের অনুমোদন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নয়।

৯। কার্যাদেশ প্রদানের পর কোন দরদাতা কারণ দেখিয়ে আসবাবপত্র সরবরাহে অস্বীকৃতি জানালে তা আমলে নেয়া হবে না এবং সেক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত আসবাবপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে। কার্যাদেশ প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে সকল মালামাল সরবরাহসহ কার্য সম্পাদন করতে হবে।

১০। সরকারী বিধি মোতাবেক উৎসে মূসক ও আয়কর কর্তন করা হবে।

১১। কোন প্রকার ত্রুটিপূর্ণ আসবাবপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

১২। দরপত্রের সাথে প্রতিটি মালামালের ক্যাটালগ দাখিল করতে হবে (মডেল নং/কোড নংসহ যদি থাকে)।

১৩। যে কোন কারণ ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র আংশিক/সম্পূর্ণ গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।

দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ঃ .....
প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ .....
ঠিকানা ঃ .....
.....